কাঠ

কাঠ প্রাকৃতিক একটি নির্মাণ উপাদান। এর ব্যবহারে বাড়ির সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তেমনি টেকসই হয়। সাধারনত দরজা, জানালার পাল্লা ও চৌকাঠে, সিড়ি বা বারান্দার রেলিং তৈরিতে, অন্দরসজ্জা ও আসবাবপত্র নির্মাণে কাঠের প্রয়োজন।

ভালো কাঠ চেনার উপায়

- কাঠের আবরনের কিছু কিছু জায়গা সাদা মানে তা অসার, এটা খুবই ক্ষতিকর, অল্প সময়ে ঐ জায়গাতে ঘুনে ধরবে।
- কাঠের রঙ একই রকম উজ্জ্বল হবে। কান্ডের গোড়ার দিকের কাঠ ব্যবহারের জন্য উত্তম।
- ভালো কাঠের নিরেট ওজন থাকে, অসার কাঠ হালকা।
- হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে পরিষ্কার শব্দে দেবে, ঢেব ঢেবে শব্দ দিলে তা ভালো লক্ষন নয়।

কাঠ সিজনিং

- কাঠের ভিতরের জলীয় অংশ উত্তমরুপে বের করে দেবার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে।
- গাছ কাটা মাত্রই কাঠ ব্যবহার করা উচিৎ নয়।
- ভালো করে সিজনিং করেই তা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় ঘুনে ধরতে পারে, বেকে যেতে পারে।

সিজনিং সাধারনত তিনভাবে করা যায়

ন্যাচারাল সিজনিং

কাঠ প্রয়োজনীয় সাইজে কেটে একটার উপর একটা সাজিয়ে রেখে উপরে ছাউনি দিয়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় পানি লাগে না, কিন্তু আলো-বাতাস পায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিচ থেকে স্যাতসেতে মাটি কাঠে স্পর্শ না করে ।

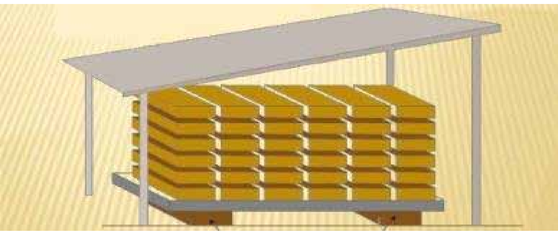

স্টিম সিজনিং

স্টিমের সাহায্যে, ধোয়া দিয়ে অথবা কেমিক্যাল প্রয়োগ করে কাঠের সিজনিং করা যায়। এতে সময় কম লাগে

ওয়াটার সিজনিং

এই পদ্ধতিতে কাঠ ও কাঠের গুড়ি বাকল ছাড়িয়ে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। এরপর তা তুলে এনে কিছুদিন ছায়াতে রেখে দিলে সিজনিং ভালো হয়।

কাঠ সংরক্ষণঃ

- কাঠে সাধারণত পেইন্ট বিটুমিন, প্রলেপ, বার্নিশ ইত্যাদি যথাযথ নিয়মে দিয়ে সংরক্ষন করা হয়
- মাটির নিচে চলে যাবে এমন ক্ষেত্রে কাঠে আলকাতরা দিতে হবে।
- যে সমস্ত কাঠে রোদ, পানি বা বৃষ্টি লাগে সে সমস্ত কাঠে বার্নিশ না দেয়াই ভালো, এতে ভেতরে বাতাস বা তাপ প্রবেশ করত পারে না।
- পানি থেকে সম্পুর্ন সুরক্ষার জন্য লিকার পলিশ করতে হবে